আইনি সুরক্ষা তহবিল-২০১৮

সংগঠনের আগামী উন্নয়ন ও সার্বিক বিষয়ে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিয়মনীতি সঠিকভাবে পালনের নিমিত্তে সংগঠনের ভবিষ্যৎ আইনি সুরক্ষার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহনের একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করছি।যাতে করে আগামীর পথচলায় সংগঠনকে বাংলাদেশের প্রচলিত কোন আইনি জটিলতায় আবদ্ধ হতে না হয়।যদি এমন অবস্থায় উদ্রেগ হয় বা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার পূর্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থার অংশ হিসেবে অদূর ভবিষ্যতে একজন দক্ষ আইনি পরামর্শক নিয়োগ জরুরী হয়ে পড়বে।সুতরাং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাৎক্ষণিক আইনি ঝামেলা হতে পরিত্রাণের উপায় হিসবে ”আইনি সুরক্ষা তহবিল-২০১৮„ গঠনের প্রস্তাব করছি।

আইনি সুরক্ষা তহবিল গঠনের উৎস সমূহঃ-

১। সংগঠনের মাসিক মোট আয় হতে ৭% শতাংশ হারে আইনি সুরক্ষা তহবিলে জমার প্রস্তাব করছি। উদাহরণ হিসেবে সংগঠনের মাসিক মোট সম্ভাব্য আয় ২০০০/- টাকা। এর ৭% শতাংশ মানে ১৪০/- (একশত চল্লিশ টাকা মাত্র)

২। সংগঠনের সকল প্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক উপ-কমিটিকে আইনি সুরক্ষা তহবিলে তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ বহির্ভূত যে অতিরিক্ত আয় সেই মোট আয়ের ২৫% শতাংশ আইনি সুরক্ষা তহবিলে জমা করে বাকি অর্থ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় ব্যয় করবে। উদাহরণ হিসেবে যদি কোন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অরিতিক্ত কোন উৎস হতে ১০০০/- টাকা আয় হয় তবে উক্ত আয় হতে অর্থ্যাত ১০০০/- টাকার ২৫% শতাংশ ২৫০/- টাকা আইনি সুরক্ষা তহবিলে জমা করতে হবে।

এছাড়াও অন্যান্য অতিরিক্ত খাত হতে কার্যপরিষদ কর্তৃকনির্ধারিত পরিমান অর্থ আইনি সুরক্ষা তহবিলে জমা করার প্রস্তাব করছি।

সুতরাং এই হিসাবে আইনি সুরক্ষা তহবিলে বছরে সম্ভাব্য অর্থ জমাহবে- ৩৯০/- টাকা। এবং আগামী ১৫ বছরে জমা হবে ৩৯০×১৫ = ৫৮৫০/- (পাচহাজার আটশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)।

প্রস্তাবে-

(মোঃ মেহেদী হাসান)
হিসাবরক্ষক
আলোর প্রদীপ।